INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
(Peer Reviewed -Referred -Open Access Journal)
ISSN: 2945-3127
Vol. 2017, Issue -1
Impact Factor: 5.2

২০১৪–২০১৬ সময়কালে ওড়িশার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবিকা নিরাপত্তা ও মানব উন্নয়ন: একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

অনন্ত কুমার বেশরা

সহকারি আধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মানভুম মাহাবিদ্যালয়, মানবাজার, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Mail id: anantakumarbesra99@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.56815/IRJAHS.v(2017)i1.1-12

Abstract: ভারতবর্ষের আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলি দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তার মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায় বৃহত্তম আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির একটি, যারা প্রধানত ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার এবং আসামে বসবাস করে। ওড়িশায় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ গ্রামীণ ও বনাঞ্চলসংলগ্ন এলাকায় বসবাস করে এবং কৃষি, বনজ সম্পদ সংগ্রহ ও দিনমজুরির ওপর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, ভূমির সীমাবদ্ধতা, শিক্ষার পশ্চাৎপদতা, স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা এবং কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগ তাদের জীবিকা নিরাপত্তা ও মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

এই গবেষণাপত্রে ২০১৪–২০১৬ সময়কালে ওড়িশার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবিকা নিরাপত্তা ও মানব উন্নয়নের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় মানব উন্নয়নের বিভিন্ন সূচক যেমন—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কর্মসংস্থান, আয়, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি এই সময়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি—বিশেষত মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন (MGNREGA), জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন, উপজাতি উন্নয়ন কর্মসূচি এবং বনাধিকার আইন—সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবিকায় কতখানি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণাটি মূলত গৌণ তথ্যের (Secondary Data) ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে। আদমশুমারি, সরকারি প্রতিবেদন, গবেষণা নিবন্ধ, পরিকল্পনা কমিশন/নীতি আয়োগের প্রতিবেদন, মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন একাডেমিক গবেষণাকে তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল নির্দেশ করে যে, ২০১৪–২০১৬ সময়কালে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের ফলে কর্মসংস্থান ও খাদ্য নিরাপত্তায় কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটলেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, ভূমির নিরাপত্তা এবং টেকসই জীবিকার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৈষম্য রয়ে গেছে। অতএব, সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সামগ্রিক মানব উন্নয়নের জন্য অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা, দক্ষতা উন্নয়ন, মানসম্মত শিক্ষা, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা এবং বন ও ভূমির অধিকারের কার্যকর বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Key words: সাঁওতাল সম্প্রদায়, ওড়িশা, জীবিকা নিরাপত্তা, মানব উন্নয়ন, আদিবাসী উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা।

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
is licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
(Peer Reviewed -Referred -Open Access Journal)
ISSN: 2945-3127
Vol. 2017, Issue -1
Impact Factor: 5.2

ভূমিকা:

ভারতের সংবিধান তফসিলি উপজাতি জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নের জন্য বিশেষ সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮.৬ শতাংশ তফসিলি উপজাতিভুক্ত এবং তাদের মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায় অন্যতম বৃহৎ ও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী।

ওড়িশা ভারতের অন্যতম বৃহৎ আদিবাসী অধ্যুষিত রাজ্য। রাজ্যের ময়ূরভঞ্জ, কেওঁঝর, বালেশ্বর, সুন্দরগড়সহ একাধিক জেলায় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে। তাদের সামাজিক জীবন, সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মূলত কৃষি, বনজ সম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বন উজাড়, ভূমি অধিগ্রহণ, শিল্পায়ন, পরিবেশগত পরিবর্তন এবং বাজার অর্থনীতির সম্প্রসারণের ফলে তাদের ঐতিহ্যগত জীবিকার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

জীবিকা নিরাপত্তা বলতে এমন একটি অবস্থা বোঝায় যেখানে ব্যক্তি বা পরিবার নিয়মিতভাবে পর্যাপ্ত খাদ্য, আয়, কর্মসংস্থান এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ অর্জনের মাধ্যমে সম্মানজনক জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে মানব উন্নয়ন ধারণাটি জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি এর প্রবর্তিত, যার মূল লক্ষ্য হলো মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি, উন্নত জীবনযাত্রার সুযোগ সৃষ্টি এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আয়ের উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

২০১৪–২০১৬ সময়কালটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয় এবং উপজাতি উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। একই সঙ্গে ওড়িশা সরকারও আদিবাসী কল্যাণ, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান সম্প্রসারণে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফলে এই সময়ে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবিকা নিরাপত্তা ও মানব উন্নয়নের বাস্তব চিত্র বিশ্লেষণ করা প্রাসঙ্গিক।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ২০১৪–২০১৬ সময়কালে ওড়িশার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবিকা নিরাপত্তা ও মানব উন্নয়নের অবস্থা বিশ্লেষণ করা।

বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ হলো—

1. ওড়িশার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মূল্যায়ন করা।
2. জীবিকা নিরাপত্তার প্রধান উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করা।
3. শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের অবস্থা পর্যালোচনা করা।
4. সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা।
5. মানব উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলি চিহ্নিত করা।
6. টেকসই উন্নয়নের জন্য নীতিগত সুপারিশ প্রদান করা।

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
is licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
(Peer Reviewed -Referred -Open Access Journal)
ISSN: 2945-3127
Vol. 2017, Issue -1
Impact Factor: 5.2

গবেষণার প্রশ্ন:

এই গবেষণায় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে—

১. ২০১৪–২০১৬ সময়কালে ওড়িশার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবিকা নিরাপত্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য কী ছিল?

২. মানব উন্নয়নের সূচকসমূহে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অবস্থান কতটা সন্তোষজনক ছিল?

৩. সরকারি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি জীবিকা নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে কতটা কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে?

৪. শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যাগুলো কী?

৫. সাঁওতাল সম্প্রদায়ের টেকসই মানব উন্নয়নের জন্য কী ধরনের নীতিগত পদক্ষেপ প্রয়োজন?

গবেষণা পদ্ধতি:

এই গবেষণাটি মূলত গুণগত (Qualitative) এবং বর্ণনামূলক (Descriptive) প্রকৃতির। গবেষণায় প্রধানত গৌণ তথ্য (Secondary Data) ব্যবহার করা হয়েছে।

তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে—

- ভারতের জনগণনা (Census of India)
- জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (NSS)
- জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা (NFHS)
- UNDP-এর মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন
- ওড়িশা সরকারের উপজাতি উন্নয়ন বিভাগের প্রতিবেদন
- ভারতের উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের প্রকাশনা
- বিভিন্ন গবেষণা নিবন্ধ, বই ও জার্নাল প্রবন্ধ

তথ্য বিশ্লেষণে বিষয়ভিত্তিক (Thematic Analysis) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা এবং সরকারি নীতির প্রভাব পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করে সমন্বিত মূল্যায়ন উপস্থাপন করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা:

ভারতে আদিবাসী উন্নয়ন নিয়ে বহু গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। অমর্ত্য সেন মানব উন্নয়নের ধারণাকে কেবল আয় বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সুযোগের সম্প্রসারণই প্রকৃত মানব উন্নয়নের ভিত্তি।

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
is licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
(Peer Reviewed -Referred -Open Access Journal)
ISSN: 2945-3127
Vol. 2017, Issue -1
Impact Factor: 5.2

রবার্ট চেম্বার্স এবং গর্ডন কনওয়ে তাঁদের *Sustainable Livelihood Framework (১৯৯১)*-এ দেখিয়েছেন যে, জীবিকা নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রাকৃতিক, মানবিক, আর্থিক, ভৌত এবং সামাজিক—এই পাঁচ ধরনের সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন অপরিহার্য।

ভারতের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, আদিবাসী জনগোষ্ঠী এখনও ভূমিহীনতা, বনজ সম্পদের ওপর ক্রমহ্রাসমান অধিকার, নিম্ন শিক্ষার হার, অপুষ্টি, শিশুমৃত্যু, মাতৃস্বাস্থ্যের দুর্বলতা এবং মৌসুমি বেকারত্বের মতো সমস্যার সম্মুখীন। ওড়িশার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ওপর পরিচালিত গবেষণাগুলিও একই ধরনের চিত্র তুলে ধরেছে। এছাড়া বিভিন্ন গবেষক উল্লেখ করেছেন যে, উন্নয়ন কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি সংবেদনশীলতা এবং স্থানীয় সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত না হলে আদিবাসী উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে সফল হয় না। এই প্রেক্ষাপটে ২০১৪–২০১৬ সময়কালে ওড়িশার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবিকা নিরাপত্তা ও মানব উন্নয়নের সমন্বিত মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাক্ষেত্র, যা নীতিনির্ধারণ এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য কার্যকর ভিত্তি প্রদান করতে পারে।

জীবিকা নিরাপত্তা ও মানব উন্নয়ন: ওড়িশার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটঃ

সাঁওতাল সম্প্রদায় ভারতের অন্যতম বৃহৎ আদিবাসী জনগোষ্ঠী। ঐতিহ্যগতভাবে সাঁওতাল সমাজ কৃষিনির্ভর হলেও বনজ সম্পদ সংগ্রহ, পশুপালন, মাছ ধরা, ক্ষুদ্র কারুশিল্প এবং মৌসুমি শ্রমের ওপরও তাদের জীবিকা নির্ভরশীল। সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে গ্রামভিত্তিক স্বশাসন, পারিবারিক সহযোগিতা এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক শ্রমবণ্টনের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে।

২০১৪–২০১৬ সময়কালে ওড়িশার গ্রামীণ অর্থনীতি জলবায়ুগত অনিশ্চয়তা, কৃষির নিম্ন উৎপাদনশীলতা এবং কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতার কারণে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ প্রভাব সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রায় পড়ে। অধিকাংশ পরিবার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক অথবা ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক হওয়ায় তাদের আয়ের উৎস ছিল অনিশ্চিত ও মৌসুমি। ফলে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্যাভাব, ঋণগ্রস্ততা এবং কর্মসংস্থানের সংকট দেখা দিত। এছাড়া বনাঞ্চলের ওপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ, বনজ সম্পদ আহরণে বিধিনিষেধ এবং বাজারব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে ঐতিহ্যগত জীবিকার ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। অনেক পরিবারকে বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য শহরাঞ্চল বা অন্যান্য রাজ্যে মৌসুমি শ্রমিক হিসেবে স্থানান্তরিত হতে হয়েছে।

জীবিকা নিরাপত্তার ধারণা ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ঃ

জীবিকা নিরাপত্তা বলতে এমন একটি অবস্থা বোঝায় যেখানে ব্যক্তি বা পরিবার পর্যাপ্ত আয়, খাদ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অধিকার বজায় রেখে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে জীবিকা নিরাপত্তা প্রধানত নিম্নলিখিত উপাদানের ওপর নির্ভরশীল—

- কৃষিজমির মালিকানা ও উৎপাদনশীলতা
- বনজ সম্পদের প্রাপ্যতা
- নিয়মিত কর্মসংস্থান
- খাদ্য নিরাপত্তা

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
is licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International

- সরকারি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতা

২০১৪–২০১৬ সময়কালে এসব উপাদানের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটলেও সামগ্রিকভাবে জীবিকা নিরাপত্তা এখনও দুর্বল ছিল।

কৃষি ও জীবিকা:

সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ পরিবার বৃষ্টিনির্ভর কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তবে অধিকাংশ কৃষকের জমির পরিমাণ অল্প হওয়ায় উৎপাদিত খাদ্য সারা বছরের জন্য যথেষ্ট নয়।

সেচব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, উন্নত বীজ ও কৃষি প্রযুক্তির অভাব এবং বাজারে ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার কারণে কৃষি থেকে আয় সীমিত। ফলে অনেক পরিবার কৃষির পাশাপাশি বনজ সম্পদ সংগ্রহ, দৈনিক মজুরির কাজ এবং নির্মাণশ্রমে যুক্ত হতে বাধ্য হয়েথাকে।

বনজ সম্পদ ও জীবিকা:

বন, সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ। মহুয়া ফুল, শালপাতা, তেঁতুল, মধু, লাক্ষা, ঔষধি গাছ এবং জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে অনেক পরিবার অতিরিক্ত আয় অর্জন করে।

কিন্তু বনসম্পদের ওপর প্রবেশাধিকার সীমিত হওয়া, বনভূমি সংরক্ষণ নীতি এবং বাজারে মধ্যস্বত্বভোগীদের আধিপত্যের কারণে বনজ পণ্যের প্রকৃত মূল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপাদকরা পেতেন না। ফলে বনভিত্তিক জীবিকা ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে ওঠে এবং পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দুর্বল হয়।

কর্মসংস্থান ও আয়ের অবস্থা:

২০১৪–২০১৬ সময়কালে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল অনিয়মিত কর্মসংস্থান। কৃষিকাজ মৌসুমি হওয়ায় বছরের দীর্ঘ সময় বেকারত্ব দেখা দিত।

এই সময়ে **মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন** (MGNREGA) কিছুটা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ, পুকুর খনন, জল সংরক্ষণ এবং অন্যান্য জনউন্নয়নমূলক প্রকল্পে অনেক আদিবাসী শ্রমিক কাজের সুযোগ পান।

তবে বাস্তবে -

- নির্ধারিত কর্মদিবস সব পরিবার পায়নি।
- মজুরি প্রদানে বিলম্ব হতো।
- অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রশাসনিক জটিলতা ছিল।
- মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলেও স্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি। ফলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আংশিক উন্নতি হলেও আয়ের স্থায়িত্ব নিশ্চিত হয়নি।

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
is licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
(Peer Reviewed -Referred -Open Access Journal)
ISSN: 2945-3127
Vol. 2017, Issue -1
Impact Factor: 5.2

খাদ্য নিরাপত্তা:

জীবিকা নিরাপত্তার অন্যতম প্রধান সূচক হলো খাদ্য নিরাপত্তা। ২০১৪–২০১৬ সময়কালে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন এবং গণবণ্টন ব্যবস্থার (Public Distribution System) মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারগুলিকে ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়।

এর ফলে—

- চাল ও গমের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পায়।
- মৌসুমি খাদ্য সংকট কিছুটা কমে।
- চরম দারিদ্র্যের প্রভাব আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

তবে পুষ্টিকর খাদ্যের ঘাটতি রয়ে যায়। শিশু ও নারীদের মধ্যে অপুষ্টি এবং রক্তাল্পতার সমস্যা এখনও উল্লেখযোগ্য ছিল।

মানব উন্নয়নের বিশ্লেষণ:

১. শিক্ষা

মানব উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচক হলো শিক্ষা। ২০১৪–২০১৬ সময়কালে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শিক্ষার হার পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও কয়েকটি বড় সমস্যা বিদ্যমান ছিল—

- বিদ্যালয় ত্যাগের হার বেশি।
- মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়া।
- মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার অভাব।
- শিক্ষক সংকট।
- দূরবর্তী গ্রামে বিদ্যালয়ের অপ্রতুলতা।

মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে আরও দুর্বল ছিল। অর্থনৈতিক সংকট ও অল্প বয়সে বিবাহের কারণে অনেক ছাত্রী বিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হতো। যদিও বৃত্তি, মধ্যাহ্নভোজন কর্মসূচি এবং আবাসিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আসে, তবুও উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ সীমিত ছিল।

২. স্বাস্থ্য

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

প্রধান সমস্যাগুলি ছিল—

- প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বল্পতা
- চিকিৎসকের অভাব

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
is licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International

- নিরাপদ পানীয় জলের সংকট
- মাতৃস্বাস্থ্যের দুর্বলতা
- শিশু অপুষ্টি
- সংক্রামক রোগের প্রকোপ

২০১৪–২০১৬ সময়কালে টিকাদান কর্মসূচি এবং মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচির সম্প্রসারণের ফলে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। তবুও দুর্গম অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানো এখনও একটি বড় সমস্যা ছিল।

৩. পুষ্টি

সুষম খাদ্যের অভাব, নিম্ন আয় এবং খাদ্যের বৈচিত্র্যের সীমাবদ্ধতার কারণে শিশু ও নারীদের মধ্যে অপুষ্টির হার তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং সমন্বিত শিশুবিকাশ কর্মসূচি (ICDS) কিছু ইতিবাচক ভূমিকা পালন করলেও সব পরিবার সমানভাবে এর সুবিধা পায়নি।

৪. বাসস্থান ও অবকাঠামো

বাসস্থান এর ক্ষেত্রে যদি দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে বহু সাঁওতাল পরিবার কাঁচা বাড়িতেই বসবাস রত।

বাসস্থান এর অবকাঠামো কথা উথলে , এখানের প্রধান সমস্যাগুলি হল—

- নিরাপদ পানীয় জল
- শৌচাগারের অভাব
- বিদ্যুতের সীমিত সংযোগ
- যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতা

যদিও সরকারি আবাসন প্রকল্প এবং গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের ফলে কিছু পরিবর্তন আসে, তবুও দুর্গম এলাকাগুলিতে অবকাঠামোগত বৈষম্য বিদ্যমান ছিল।

সরকারি প্রকল্পের প্রভাব (২০১৪–২০১৬)

এই সময়ে কেন্দ্রীয় ও ওড়িশা সরকার বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্প গুলি নিম্নে উল্লেখিত-

- মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন (MGNREGA)
- জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন
- সমন্বিত শিশুবিকাশ কর্মসূচি (ICDS)
- বনাধিকার আইন বাস্তবায়নের উদ্যোগ

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
is licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International

- তফসিলি উপজাতি উন্নয়ন কর্মসূচি
- আবাসন ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

এসব প্রকল্পের ফলে কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষায় কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। বিশেষ করে গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতা দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা হিসেবে কাজ করে। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি সীমাবদ্ধতা স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়, এবং সেই সীমাবদ্ধতা গুলি নিম্নে উল্লেখিত —

- প্রশাসনিক জটিলতা
- তথ্যের অভাবে অনেক পরিবার সুবিধাবঞ্চিত হওয়া
- প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতার ঘাটতি
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সীমিত অংশগ্রহণ
- পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের অভাব

ফলে সরকারি উদ্যোগগুলির ইতিবাচক প্রভাব থাকা সত্ত্বেও সেগুলি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের দীর্ঘমেয়াদি জীবিকা নিরাপত্তা ও মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম হয়নি।

সমন্বিত মূল্যায়ন:

২০১৪–২০১৬ সময়কালে ওড়িশার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবিকা নিরাপত্তা ও মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি **মিশ্র চিত্র** পরিলক্ষিত হয়। একদিকে সরকারি কল্যাণমূলক কর্মসূচি খাদ্য নিরাপত্তা, গ্রামীণ কর্মসংস্থান এবং প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে ভূমির অনিরাপত্তা, নিম্ন কৃষি উৎপাদনশীলতা, সীমিত বিকল্প কর্মসংস্থান, দুর্বল স্বাস্থ্যব্যবস্থা, অপুষ্টি এবং অবকাঠামোগত পশ্চাৎপদতা মানব উন্নয়নের গতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাধাগ্রস্ত করে।
এই সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, কেবলমাত্র আর্থিক সহায়তা বা স্বল্পমেয়াদি কর্মসংস্থান নয়; বরং ভূমির অধিকার সুরক্ষা, টেকসই কৃষি, বনজ সম্পদের ন্যায্য ব্যবহার, মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা, মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবিকা নিরাপত্তা ও মানব উন্নয়নে দীর্ঘস্থায়ী অগ্রগতি অর্জন সম্ভব।

সরকারি নীতি ও কর্মসূচির মূল্যায়ন:

ভারত সরকার এবং ওড়িশা সরকার তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে একাধিক উন্নয়নমূলক নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ২০১৪–২০১৬ সময়কালে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবিকা নিরাপত্তা ও মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক ছিল।

১. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন (MGNREGA):

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বছরে ১০০ দিনের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প পরিচালিত হয়। সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে রাস্তা নির্মাণ, জল সংরক্ষণ, পুকুর খনন এবং বৃক্ষরোপণের মতো কর্মসূচির মাধ্যমে বহু পরিবার অস্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। তবে মাঠপর্যায়ে কয়েকটি সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়, সে গুলি হল —

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
is licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International

- নির্ধারিত ১০০ দিনের কাজ অধিকাংশ পরিবার পায়নি।
- মজুরি প্রদানে বিলম্ব দেখা গেছে।
- প্রকল্প নির্বাচন ও বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ সীমিত ছিল।
- প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে অনেক প্রকল্প সময়মতো সম্পন্ন হয়নি।

তবুও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে মৌসুমি বেকারত্ব হ্রাসে এই প্রকল্প ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে।

২. জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন (National Food Security Act, 2013):

২০১৪–২০১৬ সময়কালে এই আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে দরিদ্র ও আদিবাসী পরিবারগুলিকে ভর্তুকিযুক্ত মূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। এর ফলে—

- খাদ্য সংকট কিছুটা হ্রাস পায়।
- দরিদ্র পরিবারের খাদ্য ব্যয় কমে।
- অপুষ্টি মোকাবিলায় আংশিক সহায়তা পাওয়া যায়।

তবে পুষ্টিকর খাদ্যের পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা এবং খাদ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

৩. বনাধিকার আইন (Forest Rights Act, 2006):

এই আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বনবাসী আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত বন ও ভূমির অধিকারকে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান।

২০১৪–২০১৬ সময়কালে কিছু পরিবার ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক বনাধিকার লাভ করলেও—

- আবেদন নিষ্পত্তিতে বিলম্ব,
- প্রশাসনিক জটিলতা,
- সচেতনতার অভাব,
- ভূমি রেকর্ড সংক্রান্ত সমস্যা

উপরক্ত সমস্যার জন্য আইনটির পূর্ণ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

৪. সমন্বিত শিশুবিকাশ কর্মসূচি (ICDS):

গর্ভবতী মহিলা, স্তন্যদায়ী মা এবং শিশুদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ICDS গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে—

- শিশুদের সম্পূরক পুষ্টি,
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা,

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
is licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International

- স্বাস্থ্য পরীক্ষা,
- টিকাদান

ইত্যাদি পরিষেবা প্রদান করা হয়। তবে দুর্গম অঞ্চলে পরিষেবার মান সর্বত্র সমান ছিল না।

৫. উপজাতি উন্নয়ন কর্মসূচি:

উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রক এবং ওড়িশা সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা, বৃত্তি, আবাসিক বিদ্যালয়, দক্ষতা উন্নয়ন, ক্ষুদ্রঋণ এবং কৃষি সহায়তা প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচিগুলি দীর্ঘমেয়াদে মানব উন্নয়নের ভিত্তি শক্তিশালী করতে সহায়ক হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অঞ্চলভেদে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রধান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ: গবেষণায় দেখা যায় যে, সরকারি উদ্যোগ সত্ত্বেও সাঁওতাল সম্প্রদায় এখনও বহু কাঠামোগত সমস্যার সম্মুখীন।

১. ভূমি ও বনসম্পদের অনিরাপত্তা:

অনেক পরিবারের নিজস্ব কৃষিজমি নেই অথবা জমির পরিমাণ খুবই কম। বনসম্পদের ওপর নির্ভরশীলতা থাকলেও আইনগত ও প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতার কারণে ঐতিহ্যগত অধিকার অনেক ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

২. দারিদ্র্য ও সীমিত কর্মসংস্থান:

মৌসুমি কৃষি, অনিয়মিত শ্রমবাজার এবং দক্ষতার অভাবের কারণে অধিকাংশ পরিবারের আয় অস্থির। ফলে দীর্ঘমেয়াদি জীবিকা নিরাপত্তা অর্জন সম্ভব হয়নি।

৩. শিক্ষার নিম্নমান:

যদিও বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু যে সমস্যা গুলি বর্তমান সে গুলি হল—

- বিদ্যালয় ত্যাগের হার বেশি,
- মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার অভাব,
- শিক্ষক সংকট,
- উচ্চশিক্ষায় কম অংশগ্রহণ

উপরোক্ত সমস্যা গুলি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানব উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

৪. স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সমস্যা

অপুষ্টি, মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু, নিরাপদ পানীয় জলের অভাব এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার সীমাবদ্ধতা মানব উন্নয়নের অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক।

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
is licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
(Peer Reviewed -Referred -Open Access Journal)
ISSN: 2945-3127
Vol. 2017, Issue -1
Impact Factor: 5.2

৫. অবকাঠামোগত পশ্চাৎপদতা

দুর্গম গ্রামগুলিতে এখনও, যে অবকাঠামোগত সমস্যা গুলি দেখা যায় —

- সড়ক যোগাযোগ,
- বিদ্যুৎ,
- ইন্টারনেট,
- স্বাস্থ্যকেন্দ্র,
- বাজার

উপরোক্ত সমস্যা গুলি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সীমিত করে।

৬. সামাজিক ও প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতা

সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব, প্রশাসনিক জটিলতা, দুর্বল পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং স্থানীয় জনগণের সীমিত অংশগ্রহণ উন্নয়নের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়।

সুপারিশ:

গবেষণার আলোকে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি প্রদান করা হলো—

১. **বনাধিকার আইন এবং ভূমির অধিকারের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে,** যাতে সাঁওতাল পরিবারগুলি তাদের ঐতিহ্যগত সম্পদের ওপর স্থায়ী অধিকার লাভ করে।

২. **টেকসই কৃষি উন্নয়নের জন্য সেচ, উন্নত বীজ, কৃষি প্রশিক্ষণ এবং বাজার সংযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।**

৩. **বনজ সম্পদের মূল্য সংযোজন এবং বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে,** যাতে মধ্যস্বত্বভোগীর পরিবর্তে উৎপাদকরা ন্যায্য মূল্য পান।

৪. **মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং উপজাতি শিক্ষকদের নিয়োগ বৃদ্ধি করা উচিত,** যাতে বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমে।

৫. **স্বাস্থ্যব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে**—দুর্গম অঞ্চলে মোবাইল স্বাস্থ্য ইউনিট, পর্যাপ্ত চিকিৎসক, পুষ্টি কর্মসূচি এবং নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ জরুরি।

৬. **MGNREGA-র কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে,** যাতে সময়মতো মজুরি প্রদান এবং নির্ধারিত কর্মদিবস নিশ্চিত হয়।

৭. **দক্ষতা উন্নয়ন (Skill Development)** এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

৮. **নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠী (Self Help Groups)-এর মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি জোরদার করা উচিত।**

৯. **উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে,** যাতে প্রকল্পগুলি স্থানীয় চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
is licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International

১০. **নিয়মিত সামাজিক নিরীক্ষা (Social Audit)** এবং স্বাধীন মূল্যায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারি প্রকল্পগুলির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

উপসংহার:

২০১৪–২০১৬ সময়কালে ওড়িশার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবিকা নিরাপত্তা ও মানব উন্নয়নের বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সরকারি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ফলে কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি ঘটেছে। বিশেষত MGNREGA, জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন, ICDS এবং উপজাতি উন্নয়ন কর্মসূচি দরিদ্র পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে।

তবে এই অগ্রগতি এখনও অসম্পূর্ণ। ভূমির অনিরাপত্তা, নিম্ন কৃষি উৎপাদনশীলতা, সীমিত কর্মসংস্থান, দুর্বল স্বাস্থ্যব্যবস্থা, অপুষ্টি, শিক্ষার নিম্নমান এবং অবকাঠামোগত পশ্চাৎপদতা সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সামগ্রিক মানব উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে রয়ে গেছে। কেবলমাত্র কল্যাণমূলক সহায়তা নয়, বরং অধিকারভিত্তিক উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, টেকসই জীবিকা সৃষ্টি, মানসম্মত শিক্ষা, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা এবং স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে এই সম্প্রদায়ের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন সম্ভব হবে।

সুতরাং, সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য একটি অংশগ্রহণমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়ন মডেল গ্রহণ করা প্রয়োজন, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক ন্যায়, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং মানবিক মর্যাদাকে সমান গুরুত্ব দেবে।

তথ্যসূত্র (References)

Chambers, R., & Conway, G. (1992). *Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century.* Institute of Development Studies.

Government of India. (2011). *Census of India 2011: Primary Census Abstract for Scheduled Tribes.* New Delhi: Office of the Registrar General & Census Commissioner.

Government of India. Ministry of Tribal Affairs. (2014). *Annual Report 2013–14.* New Delhi.

Government of Odisha. *Statistical Abstract of Odisha* (2015 & 2016 editions). Bhubaneswar.

Government of Odisha. Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development Department. (2015). *Annual Report.* Bhubaneswar.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom.* Oxford University Press.

United Nations Development Programme (UNDP). (2015). *Human Development Report 2015: Work for Human Development.* New York: UNDP.

World Bank. (2016). *Poverty and Shared Prosperity 2016.* Washington, DC: World Bank.

Dreze, J., & Sen, A. (2013). *An Uncertain Glory: India and its Contradictions.* Princeton University Press.

Ministry of Rural Development, Government of India. (2016). *MGNREGA Annual Report 2015–16.*

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
is licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International